ভূমিকা

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্‌ আলামীন, ওয়াস্‌ স্বালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলা রাসূলিহিল্‌ কারীম, আম্মাবাদঃ

সন্তান-সন্ততি মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত। পিতা-মাতার জন্য তারা অমূল্য রত্ন, নয়নমণি এবং পার্থিব ও পরকালীন প্রশান্তির বড় মাধ্যম। তাদের সুন্দর প্রতিপালন এবং সুশিক্ষা দান প্রত্যেক পিতা-মাতার মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এটাও সত্য যে তাদের উন্নতি, অগ্রগতি এবং সুনাম বাবা-মায়ের সুনাম। তাই বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে প্রায় প্রত্যেক অভিভাবকই তাদের উপার্জন ও শ্রমের সিংহ ভাগই নিজ সন্তানের শিক্ষা ও লালনপালনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাকে। তবে একজন সচেতন মুসলিম অভিভাবকের কর্তব্য এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সে জানবে যে, তার এই শ্রমের ফলাফল কি? যদি দেখা যায় তার আদরের সন্তান জাগতিক জ্ঞানে যথেষ্ট পারদর্শী । কিন্তু সে তার প্রভু মহান আল্লাহকে জানতে পারে নি, শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চেনে নি, নিজ ধর্ম ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহের শিক্ষা নেয়নি, তাহলে একজন মুসলিম অভিভাবক ও ছাত্রের ক্ষেত্রে এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় ! কিন্তু তিক্ত সত্য হচ্ছে, এই রকম অভিভাবক ও ছাত্রের সংখ্যাই আসলে বেশি। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আমরা মুসলিমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এবং আমরা আমাদের সন্তানদের আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে জেনে বুঝে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি।

বক্ষ্যমাণ বইটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস সেই সমস্ত অভিভাবক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যারা জাগতিক জ্ঞানের সাথে সাথে ইসলামের মূল বিধান তাওহীদ (এক আল্লাহর ইবাদত), আক্বীদা, (ধর্ম বিশ্বাস) এবং আমলের জ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক। ইসলামী বইয়ের নামে বাজারে হয়তঃ অনেক বই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাওহীদ ও ইসলামী আদব একসঙ্গে রচিত আমার জানা মতে এটিই প্রথম পাঠ্যপুস্তক।

বইটি পাঠ্যপুস্তকের নিয়মে রচিত। আমি মনে করি এটা ক্লাস ফোর কিংবা ক্লাস ফাইভের জন্য প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান হিসাবে ক্লাসের পরিবর্তনে আশা করি কোন বাধা হবে না। অনুরূপ বইটি বাড়িতেও প্রাইভেট পাঠ হিসাবে পঠন-পাঠন করা যেতে পারে। বইটির প্রথমার্ধে ঈমানের ছয়টি মূল স্তম্ভের আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষার্ধে ছয়টি ইসলামী আদবের (শিষ্টাচারের) আলোচনা করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীতে দুটি ইসলামী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারণ করা

হয়তঃ আপত্তিকর হতে পারে কিংবা বিষয় অধিক হওয়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু একই পাঠ্যপুস্তকে দুটি বিষয় যোগ করায় সেই সমস্যা লাঘব হওয়ার আশা করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পড়ুয়াদের পছন্দ হলে এই ধাঁচেই বইটির দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ন ও প্রকাশের নিয়ত রইল। [ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ]

বইটির রচনা, সম্পাদনা এবং প্রকাশনায় যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আল্লাহর নিকট তাঁদের উত্তম প্রতিদানের দুআ’ করি। বিশেষ করে শাইখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের, যিনি বইটির আদ্য-পান্ত পাঠ করে মূল্যবান সংশোধনী পেশ করে বাধিত করেন। সেই সাথে জ্ঞানী পাঠক মহল কর্তৃক সংশোধনী ও গঠনমূলক সুপরামর্শও কামনা করি।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আ’লামীনের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবূল করেন এবং আমার ও আমার পিতা-মাতা ও পরিবার পরিজনের জন্য পরকালে নাজাতের মাধ্যম করেন। আমীন।

লেখক, আব্দুর রাকীব (মাদানী)

তাং ২০ মার্চ ২০১২

২৭ রবিউস সানী ১৪৩৩

তাওহীদ

মহান আল্লাহ

মহান আল্লাহ সারা জগতের সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর প্রতিপালক, রুযীদাতা, জীবন ও মরণ দাতা। তিনি এই বিশাল আকাশ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সাত আকাশের উপর আরশে (সিংহাসনে) সমুন্নত হয়েছেন। সেখান থেকেই তিনি বিশ্ব জগৎ পরিচালনা করে থাকেন।

মহান আল্লাহ এক (অদ্বিতীয়), তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউই নয়। তাঁকে ঘুম ও তন্দ্রা কিছুই স্পর্শ করে না।

মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা চান তা হয় আর যা চান না, তা কখনও হয় না। যখন তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর জন্য শুধু ' হও' বলেন, আর তৎক্ষণাত হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ খুবই দয়ালু ও দয়াময়। তাই তিনি পৃথিবীর সকল জীব-জন্তুকে বিনিময় ছাড়াই আলো, বাতাস, বৃষ্টি, আহার, অক্সিজেন, বাসস্থান ইত্যাদি দিয়ে থাকেন।

এ সবের কারণে আমাদের জরূরী কর্তব্য হচ্ছে, আমরা যেন তাঁকে ভালবাসি, তাঁকে সম্মান করি, তাঁকে ভয় করি এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করি।

এসো সকলে মিলে পড়ি ঃ ***আল্লাহ আমার রব্ব***

সেই রবই আমার সব।

ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে

যেন তাঁরই অনুভব।

অনুশীলনী

১- নিম্মের শব্দগুলির অর্থ লেখ ঃ

জগৎ, প্রতিপালক, রুযীদাতা, আর্‌শ, মুখাপেক্ষী, একক, অদ্বিতীয়, তন্দ্রা, অসীম, দয়াময়, আহার, অক্সিজেন।

২- এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক- সমগ্র জগতের স্রষ্টা কে ?

খ- জগতের প্রতিপালক কে ?

গ- মহান আল্লাহ কয় দিনে আকাশ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ?

ঘ- আল্লাহ কোথায় আছেন ?

ঙ- কারা আল্লাহর মুখাপেক্ষী ?

চ- আল্লাহর সন্তান, পিতা এবং পুত্র আছে কি ?

৩- একাধিক বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক- মহান আল্লাহ যখন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কি বলেন? এবং কিভাবে তা হয়ে যায় ?

খ- দয়াময় আল্লাহ বিনা বিনিময়ে আমাদের কি কি দিয়ে থাকেন ?

গ- আমরা তাঁকে কেন ভালবাসবো, কেন ভয় করবো এবং কেন কেবল তাঁরই ইবাদত করবো ?

৪- পড়ার শেষে কবিতাটি বুঝে মুখস্ত কর।

****

ফেরেশ্‌তা

ফেরেশ্‌তাকুল হচ্ছেন মহান আল্লাহর সম্মানীয় সৃষ্টি, যেমন মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ মানব জাতিকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর ফেরেশ্‌তাদের নূর বা জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সাধারণতঃ মানুষ ফেরেশ্‌তাদের দেখতে পায় না, তবে তারা আমাদের দেখতে পায়। তারা সকলে অনুগত স্বভাবের, কখনও আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। আল্লাহ্‌ যা আদেশ

করেন, তারা তা পালন করে। আদেশ পালনে তারা অলসতা ও ক্লান্তিবোধ করে না। তাদের সংখ্যা অগণন।

আল্লাহ্ তাআ'লা ফেরেশ্তাদের বিভিন্ন আদেশ দিয়ে রেখেছেন। কেউ আল্লাহর নিকট হতে সম্মানীয় নবীগণের প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) নিয়ে আসার আদেশ পালন করে, যার নাম জিব্রীল। কেউ বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ পালন করে,তার নাম মিকাঈল। কেউ জীবন হরণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত, যার নাম ' মালাকুল্ মাউত ' বা মৃত্যুর ফেরেশ্তা। কেউ শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত, যার নাম ইস্রাফীল। আর কেউ মানুষের কর্ম সংরক্ষণে নিয়োজিত।

অনেক সময় মহান আল্লাহ ফেরেশ্তার মাধ্যমে মুমিন বান্দাকে সাহায্য করেন। আর অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে পরীক্ষাও করে থাকেন।

আমরা সকল ফেরেশ্তার প্রতি বিশ্বাস রাখবো এবং তাদের ভালবাসবো।

বদ কাজ সৎ কাজ যখন যা করো ।

লিখে রাখেন ফেরেশ্তা, ভেবে পন ধরো।

অনুশীলনী

১- শব্দার্থ লেখ ঃ

সৃষ্টি, আনুগত্য, অমান্য, ক্লান্তি, অহী, মালাকুল্-মাউত, শিঙ্গা, সংরক্ষণ।

২- এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক- ফেরেশ্তাদের কে সৃষ্টি করেছেন ?

খ- ফেরেশ্তাগণ কি দ্বারা তৈরি ?

গ- তারা সব সময় কার আনুগত্য করে থাকে ?

ঘ- আল্লাহর আদেশ পালনে তারা ক্লান্ত হয় কি ?

৩- একাধিক বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক- ফেরেশ্তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর ।

খ- ফেরেশ্তা জিব্রীল (আঃ) এর কাজ কি ?

গ- ফেরেশ্তাদের স্বভাব কেমন ?

৪- শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

অনেক সময় ---------------- ফেরেশ্তার মাধ্যমে ---------------- সাহায্য করেন। আর অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে -------------------- করে থাকেন।

আল্লাহর গ্রন্থ

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পর পৃথিবীতে এমনি এমনি ছেড়ে দেন নি ; বরং তাদের উপর কিছু আদেশ ও নিষেধ অর্পন করেছেন এবং তাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সবের উদ্দেশ্যে তিনি নবী ও

রাসূলদের মাধ্যমে তাঁর কিতাব (বই) প্রেরণ করেছেন, যেই বইগুলিতে তাঁর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। যখন থেকে তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে তিনি বহু কিতাব ও ‘ ছহীফা ’ (পুস্তিকা) নবীগণের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষ চারটি কিতাবের নাম হচ্ছে ঃ-

ক- “তাউরাত”, যা নবী মূসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

খ- “যবূর”, যা নবী দাঊদ (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

গ- “ইঞ্জীল”, যা নবী ঈসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঘ- “আল্ কুরআন”, যা আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ কিতাব, তা অবতীর্ণ হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

পবিত্র কুরআন একটি মর্যাদাসম্পন্ন বই। এই বইয়ের মাধ্যমে পূর্বের বই সমূহকে সত্যায়ন করা হয়েছে এবং সে সবের বিধান রহিত করা হয়েছে। আর আমাদের কেবল এরই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ এই কিতাবের হিফাজত করেছেন। তাই কয়েক শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও তা তেমনই রয়েছে, যেমন অবতীর্ণ হওয়ার

সময় ছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ (আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।) [সূরা হিজ্‌র,আয়াত নং ৯)

অযু করে হব পাক, পড়বো আল্ কুরআন।

অক্ষরে অক্ষরে পাব নেকী, হব সৌভাগ্যবান।

অনুশীলনী

১- নিম্মের শব্দগুলির অর্থ লেখ ঃ

মঙ্গল, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, কিতাব, ছহীফা, মর্যাদাসম্পন্ন, সত্যায়ন, রহিত, অনুসরণ, অতিবাহিত, সংরক্ষণ।

২- এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক- মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাদের কি দিয়েছেন ?

খ- তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে নবীগণের মাধ্যমে কি পাঠিয়েছেন ?

গ- তিনি মানব জাতির উদ্দেশ্যে কতগুলো বই প্রেরণ করেছেন ?

ঘ- “ ছহীফা” শব্দটির অর্থ কি ?

৩- একাধিক বাক্যে উত্তর দাও ঃ

ক- আল কুরআন কি ?

খ- আল্ কুরআনের সংরক্ষক কে ? এই সংরক্ষণের প্রমাণ কি ?

৪- টেবিল ‘ক’ এ বর্ণিত বইগুলি টেবিল ‘খ’ এ বর্ণিত নবীগণের নামের সাথে মিল কর।

ক-	খ-
১- ইঞ্জীল	১- মূসা (আঃ)
২- যবূর	২- ঈসা (আঃ)
৩- আল্ কুরআন	৩- মুহাম্মদ (সাঃ)
৪- তাওরাত	৪- দাউদ (আঃ)

****
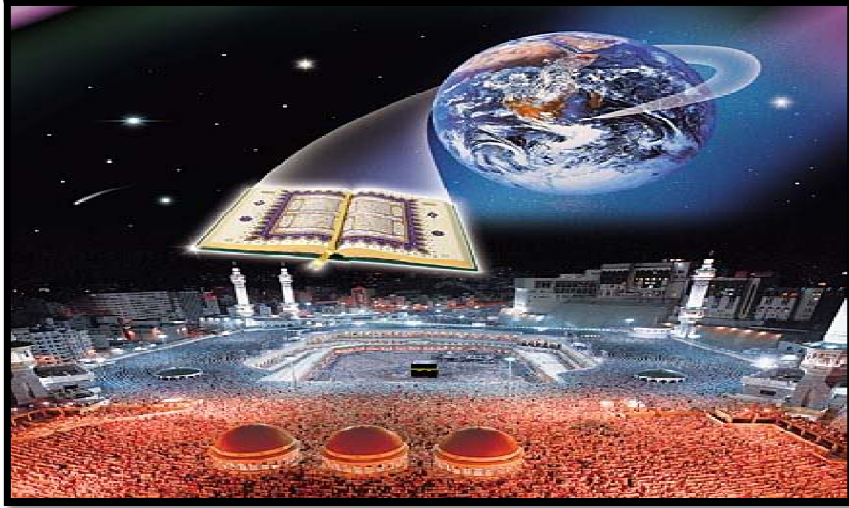
নবী ও রাসূল

নবী এবং রাসূল শব্দ দুটির অর্থ হল ঃ সংবাদবাহক বা খবরদাতা। যেহেতু তাঁরা আল্লাহর বার্তা তথা বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দেন, সেহেতু তাঁদের নবী বা রাসূল বলা হয়।

এই রকম অনেক নবী ও রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন। তন্মধ্যে ২৫/ জনের নাম আল্ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম নবী হলেন আদম (আলাই হিস্ সালাম)। আর শেষ রাসূল হলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া

সাল্লাম)। তাঁকে ভালবাসা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা আমাদের জন্য জরূরী। তাঁর পরে আর কোন নবী কিংবা রাসূল প্রেরিত হবেন না। তাঁর আগমনের মাধ্যমে অন্যান্য নবীগণের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

সমস্ত নবীই মানুষ ছিলেন। মানুষের বয়স সমাপ্ত হলে যেমন তারা মারা যায়, তেমন নবীগণও মারা গেছেন। তারা কেহই আল্লাহর পুত্র ছিলেন না, আর না আল্লাহর সত্তার জ্যোতি দ্বারা সৃষ্ট ছিলেন। তাঁদের মহান আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা তা পূরণ করেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বান্দা। অন্য ব্যক্তি যত ইবাদতই করুক না কেন কেহই তাঁদের সমতুল্য হতে পারবে না।

কিছু বিশিষ্ট নবীগণের নাম নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ-

আদম আলাইহিস্ সালাম (অর্থঃ তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক), নূহ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), দাঊদ (আঃ), ইয়াহ্ইয়া (আঃ), সালেহ (আঃ), লুক্মান (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ), মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অর্থঃ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)।

ভালবাসা চায় যদি কেউ আল্লাহর,

করতে হবে অনুসরণ নবীর তাঁর।

যত পথ দুনিয়াতে আছে যত মত,

সব মতের শ্রেষ্ঠ কিন্তু নবীর তরীকত।

অনুশীলনী

১- নিম্মের শব্দগুলির অর্থ লেখ ।

নবী, রাসূল, অনুকরণ, সত্তা, বান্দা।

২- এক কথায় উত্তর দাও।

ক- নবী ও রাসূল শব্দ দুটির অর্থ লেখ।

খ- নবী ও রাসূলগণ কার বাণী, কার নিকট পৌঁছে দেন ?

গ- কুরআনে কত জন নবীর নাম বর্ণিত হয়েছে ?

ঘ- আমাদের কোন্ নবীর অনুসরণ করতে হবে ?

৩- দুই এক কথায় উত্তর দাও।

ক- প্রথম ও শেষ নবী কে ছিলেন ?

খ- বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বান্দা কারা ?

গ- পাঁচ জন নবীর নাম উল্লেখ কর।

৪- ব্যখ্যা দাও।

‘ নবীগণ মানুষ ছিলেন’।

****

শেষ দিন

যার শুরু আছে, তার শেষও রয়েছে। যার সৃষ্টি আছে, তার ধ্বংসও রয়েছে। এই বিশাল পৃথিবীকে মহান আল্লাহ এক দিন সৃষ্টি করেছেন এবং এক দিন একে ধ্বংস করে দিবেন। সেই দিনটিই হবে শেষ দিন। সেই শেষ দিবসকে

ক্বিয়ামত দিবস, প্রতিদান দিবস, বিচার দিবস এবং হিসাব-নিকাশের দিবসও বলা হয়।

এই দিনে মহান আল্লাহ সমস্ত মৃতদের কবর থেকে পুনর্জীবিত করবেন। মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নিবেন। পৃথিবীতে কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে তার প্রতিদান দিবেন। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে থাকলে তারও বদলা দিবেন।

সেই দিন মহান আল্লাহ ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করবেন। কারো প্রতি কোন প্রকার অন্যায় করবেন না। হিসাব-নিকাশের পর এক দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর এক দল জাহান্নামে।

জান্নাত হলো, চির নেয়ামত ও শান্তির স্থান, যাতে মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাগণ অবস্থান করবেন। আর জাহান্নাম হলো, চির শাস্তির স্থান, তাতে থাকবে ঐসব সম্প্রদায়, যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

পৃথিবীর জীবন হচ্ছে, পরীক্ষার জীবন। আল্লাহ তাঁর আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা নেন। যে তাঁর বিধান মেনে চলবে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আর যে তাঁর অবাধ্য হবে, সে শাস্তির যোগ্য হবে।

তবে উভয়কে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম দিলে ন্যায় বিচার হবে না; অথচ আল্লাহ মহান্যায় বিচারক।

এ জীবন শেষ জীবন নয়; বরং ক্ষণস্থায়ী।
প্রস্তুতি নেও তার, যা হবে চিরস্থায়ী।
ইহকালে করবে যা, তা পরকালে পাবে,
গুণে গুণে বদলা দিবেন, অন্যায় নাহি হবে।

অনুশীলনী

১- শব্দার্থ লেখ।

অস্তিত্ব, প্রতিদান, পুনর্জীবিত, মানদন্ড, মুত্তাকী, বিরুদ্ধাচরণ, অনুগ্রহ, ন্যায় বিচার।

২- এক কথায় উত্তর দাও।

ক- কিয়ামত দিবসকে শেষ দিবস বলা হয় কেন ?

খ- মৃত লোকদের আবার কখন জীবিত করা হবে ?

গ- শেষ দিনে হিসাব-নিকাশের পর লোকেরা কে কোথায় যাবে ?

ঘ- পৃথিবীর জীবনটা কি ধরনের জীবন ?

ঙ- শেষ দিনের আরো কয়েকটি নাম উল্লেখ কর।

৩- শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক- যার শুরু আছে, তার ---------------- রয়েছে।

খ- সেই দিনটিই হবে শেষ দিন কারণ তার পর আর কোন --------।

গ- সেই দিন আল্লাহ ন্যায় বিচারের -------------- স্থাপন করবেন।

ঘ- জান্নাত হলো -------------------- স্থান।

ঙ- জাহান্নাম হলো ------------------ স্থান।

৪- বুঝিয়ে বলঃ

ক- পৃথিবীর জীবন হচ্ছে পরীক্ষার জীবন।

খ- সৎ এবং অসৎ আমলকারী উভয়কে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম দিলে ন্যায় বিচার হবে না।

ভাগ্য / তাক্বদীর
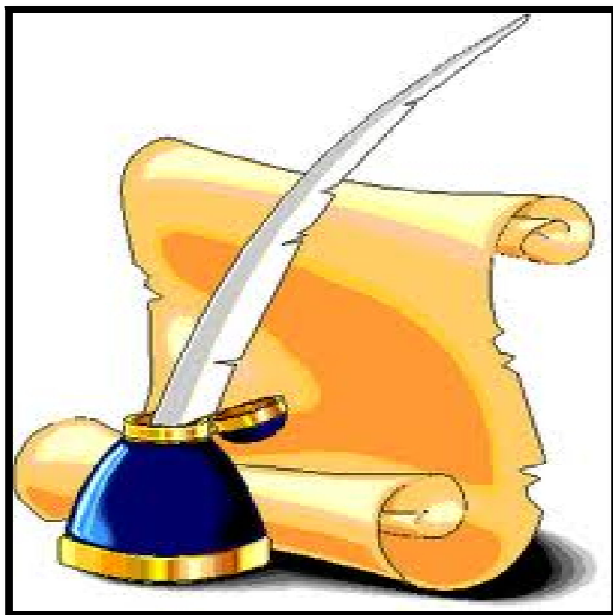
মহান আল্লাহ তাঁর চিরন্তন জ্ঞান অনুযায়ী সৃষ্টিকুলের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই হচ্ছে ভাগ্য বা তাক্বদীর।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর জ্ঞান দ্বারা সকলের ভাগ্য লাউহে মাহ্‌ফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন। সৃষ্টি জগতের সব কিছু তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না, তা হয় না।

সব কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্ব থেকেই তিনি সে সব সম্পর্কে অবগত আছেন। মানুষ যা কিছু করে, তা করার পূর্ব থেকেই তিনি জানেন যে, তারা কি করবে।

তিনি আমাদের ভাগ্যে ভাল-মন্দ যা লিখে দিয়েছেন তাই ঘটে। তাই অনেকে কোন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা পায় না। অর্থাৎ সেটা তার ভাগ্যে নেই বলে সে পায় না। নচেৎ চেষ্টা করলেই পাওয়ার কথা।

যেহেতু তিনি পূর্ব থেকে অবগত যে, আমরা ভবিষ্যতে কি করবো, সেহেতু তাঁর লিখে দেওয়া অন্যায় হয়নি।

ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কোন কাজ না করা কিংবা পাপ কাজ না ছাড়া কখনও উচিত নয়। শরীয়তে এর নিষেধ এসেছে।

মানুষের সামনে খাবার থাকলে সে যেমন এ বলে তা ছেড়ে দেয় না যে, ভাগ্যে থাকলে খাব নচেৎ খাব না; বরং হাত দিয়ে সে তা খায়, তেমন ভাগ্যের কারণে কিছু করবো না বা যা মন্দ কাজ করছি, তা ত্যাগ করবো না বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মনে রাখা ভালো যে, ভাগ্য নিয়ে বেশী তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়; কারণ ভাগ্যের জ্ঞানের মালিক মহান আল্লাহ মানুষ নয়।

চেষ্টা কর ফল পাবে এটাই প্রত্যাশা।

চেষ্টা বিনে পাওয়ার আশা বড়ই দুরাশা।

অনুশীলনী

১- শব্দার্থ লেখঃ

তাক্বদীর, চিরন্তন, লাউহে মাহফূয, ফলক, দোহাই, অযৌক্তিক।

২- এক কথায় উত্তর দাও।

ক- ভাগ্য কাকে বলে ?

খ- আল্লাহ ভাগ্য কোথায় লিখে রেখেছেন ?

গ- ভাগ্যের দোহাই দিয়ে মন্দ কাজ বর্জন না করা উচিত কি ?

ঘ- ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, ফলে কি তুমি কাজ করা ছেড়ে দিবে ?

৩- বুঝিয়ে বল ।

ক- মহান আল্লাহ ভাগ্যে ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন, এটা কি অন্যায় ?

খ-অনেকের কোন কিছুর উদ্দেশ্যে প্রচুর চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা অর্জিত হয় না, কারণ কি ?

গ- ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চুপ থাকা উচিত নয়, ব্যাখ্যা দাও।

ঘ- ভাগ্যের ব্যাপারে বেশি তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়; কারণ কি ?

****

আদব ও শিষ্টাচার

আদর্শ মুসলিম

আমরা মুসলিম, আমরা ভদ্র। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বাণী আমাদের আদর্শ। তাই আমাদের আদর্শবান হওয়া উচিত।

- ভদ্র মুসলিমের কেউ সহযোগিতা করলে সে বলে ঃ “ জাযাকাল্লাহু খাইরান্”। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক। কিংবা বলেঃ আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুক কিংবা বলেঃ আপনাকে ধন্যবাদ।
- ভদ্র মুসলিম অন্যকে ক্ষমা করে এবং তাকে কেউ কষ্ট দিলে ধৈর্য ধারণ করে।
- ভদ্র মুসলিম যখন তার থেকে বয়সে বড় ব্যক্তিকে ডাকে, তখন তার নাম ধরে ডাকে না বরং সম্মান দিয়ে ডাকে। আর যখন তার সমবয়সী কাউকে ডাকে, তখন ‘ভাই’ বলে ডাকে কিংবা তার পছন্দনীয় নাম ধরে ডাকে।
- আদর্শ মুসলিম অন্যের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করে।
- ভদ্র মুসলিম অন্যের সম্মান কওে, তাদের পেশা যাই হোক না কেন। তাই সে চাকর-চাকরানী এবং ঝাড়ুদারদের উপহাস করে না।
- মুসলিম তার ভাইয়ের খুশিতে খুশি হয় এবং তার ব্যথায় ব্যথিত হয়।
- ভদ্র মুসলিম নিয়ম প্রিয় হয়, তাই সে অফিস আদালতে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে না।
- ভদ্র মুসলিম বুদ্ধিমান, তাই সে দুষ্টদের সংস্পর্শে থাকে না আর না তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়।

- আদর্শ মুসলিম অন্যের সহযোগিতা করা নেকী মনে করে, তাই সে বৃদ্ধ, অন্ধ, বিকলাঙ্গদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে।
- ভদ্র মুসলিম বড়দের সম্মান আর ছোটদের স্নেহ করে।

মোরা মুসলিম, ভদ্র মোরা, মোরা আদর্শবান।
অন্তরে আল্লাহর ভয়, কর্মে নবীর আচরণ।

অনুশীলনী

১- **শব্দার্থ লেখ ।**

ভদ্র, আদর্শবান, প্রতিদান, পেশা, উপহাস, উল্লঙ্ঘন, বিকলাঙ্গ।

২- **এক কথায় উত্তর দাও।**

ক- মুসলিমের স্বভাব কেমন ?

খ- কেউ তোমার সাহায্য করলে তুমি তাকে কি বলবে ?

গ- তুমি তোমার থেকে বড়কে কিভাবে ডাকবে ?

ঘ- চতুর মুসলিম কেমন ?

ঙ- অন্যের সহযোগিতা করা কেমন কাজ ?

৩- সঠিক উত্তরটির নিচে দাগ দাও।

ক- আমরা প্রত্যেক পেশাদার লোককে ভাল বাসবো ,যদিও তাদের পেশা, নিম্ম মানের হয় / উঁচু মানের হয় / মধ্যম মানের হয়।

খ- ভদ্র মুসলিম নিয়ম মেনে চলে, বাড়িতে / অফিসে / সব স্থানে।

গ- তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, হাসি মুখে/ মলিন মুখে।

****

বিস্‌মিল্লাহ্

‘বিস্‌মিল্লাহ’ শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ করার সময় ‘বিস্‌মিল্লাহ’ বলা উত্তম। বিস্‌মিল্লাহ বললে আল্লাহ সেই কাজে বরকত দেন এবং তা সম্পাদন করতে সাহায্য করেন।

নিম্নে বর্ণিত স্থানে বিস্‌মিল্লাহ বলার অভ্যাস করঃ-

- প্রত্যেক কাজের আগে বিস্‌মিল্লাহ।
- খাবার আগে বিস্‌মিল্লাহ।
- পান করার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ।
- পড়ার আগে বিস্‌মিল্লাহ।
- লেখার আগে বিস্‌মিল্লাহ।
- অযুর আগে বিস্‌মিল্লাহ।
- ঘরে প্রবেশে বিস্‌মিল্লাহ।
- বের হওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ।
- বাহনে উঠলে বিস্‌মিল্লাহ।
- যবাই করার সময় বিস্‌মিল্লাহ।
- শৌচালয়ে ঢুকার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ।

সব সময় ----------------সব সময়
বিস্‌মিল্লাহ।

এসো পড়ি ঃ

আল্লাহর নামে করি শুরু, তিনি মহিয়ান।
সাহায্যদাতা মুক্তিদাতা, দয়ালু ও দয়াবান।

অনুশীলনী

১- নিম্মের শব্দগুলির অর্থ লেখ।

বরকত, সম্পাদন, শৌচালয়।

২- এক কথায় উত্তর দাও ।

ক- “ বিস্‌মিল্লাহ ” এর অর্থ কি ?

খ- প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে কি বলতে হয় ?

গ- ‘ বিস্‌মিল্লাহ্ ’ বলার লাভ কি ?

৩- তোমাদের পড়ায় অনেক কাজের পূর্বে ‘ বিস্‌মিল্লাহ্ ’ বলার উল্লেখ হয়েছে, তন্মধ্যে পাঁচটি কাজের বর্ণনা দাও, যার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে হয়।

৪- শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক- ঘরে --------------------------সময় বিস্‌মিল্লাহ্।

খ- যবাই ------------------------- সময় বিস্‌মিল্লাহ্।

গ- ------------------------------- ঢুকার আগে বিস্‌মিল্লাহ্।

সালাম ও অভিবাদন

সালাম একটি সুন্দর ইসলামী আদব বা অভিবাদন। কোন মুসলিম ব্যক্তির অপর মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে বলবেঃ " আস্ সালামু আলাইকুম-ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্"। এই চমৎকার বাক্যটির অর্থ হলোঃ তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আসলে এটি একটি দু'আ' যা সাক্ষাতের সময় এক অপরের জন্য করা হয়। এই ভাবে কেউ সালাম দিলে তার উত্তরে বলতে হয়ঃ " ওয়ালাই কুমুস্ সালাম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ । অর্থাৎ তোমার উপরও আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এটি একটি এমন বাক্য, যা মানুষের সুখ, দুঃখ, সুস্থ, অসুস্থ, দিন, রাত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই আমাদের মুসলিম ভাইকে বিনা দ্বিধায় ও লজ্জায় সালাম দেওয়া উচিৎ।

সালামের কিছু আদব ও নিয়ম আছে, যেমন ঃ

- ছোট, বড়কে সালাম দিবে।
- বাহনে যাত্রাকারী, পদযাত্রীকে সালাম দিবে।
- সংখ্যায় কম লোকেরা বেশী সংখ্যকদের সালাম দিবে।

এসো সকলে মিলে পড়ি ঃ

হতে চাও যদি সবার প্রিয়
চেন বা না চেন, সকলেরে সালাম দিও।

অনুশীলনী

১- নিম্মের শব্দগুলির অর্থ লেখঃ

আদব, অভিবাদন, দ্বিধা, পদযাত্রী ।

২-এক কথায় উত্তর দাও।

ক- সালাম কি ?

খ- সালামের বাক্যটি কি ?

গ- সালামের উত্তর কি ?

ঘ- সালাম দেওয়ার সময় লজ্জা করতে হয় কি ?

৩- নিম্মের বাক্য দুটির অর্থ লেখ।

ক- আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ।

খ- ওয়ালাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ।

৪- শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক- ছোট ------------------- সালাম দিবে।

খ- --------------------------- পদযাত্রীকে সালাম দিবে।

গ- সংখ্যায় কম লোকেরা ------------------- সালাম দিবে।

৫- সঠিক উত্তরটি বেছে লিখ।

ইসলাম ধর্মের অভিবাদন হচ্ছে ঃ

ক- শুভ সকাল / শুভ সন্ধা।

খ- গুড মর্নিং / গুড ইভিনিং।

গ- নমস্কার / নমস্তে।

ঘ- আস্ সালামু আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ।

****

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। তাই মুসলিম ব্যক্তি সবসময় পবিত্র থাকার চেষ্টা করে এবং পবিত্রতাকে ভালবাসে। আমাদের নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

- প্রত্যহ গোসল করা, বিশেষ করে জুমআর দিনে।
- প্রত্যহ ব্রাশ কিংবা দাঁতন দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা।

- খাবার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা।
- মল-মূত্র ত্যাগ করার পর, উভয়ের স্থান এবং হাত ভালভাবে পরিষ্কার করা।
- হাত-পায়ের নখ কর্তন করা।
- সাধারণ ভাবে চুল কাটা এবং চুলের যত্ন নেওয়া।
- বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব না করা।
- শৌচালয় পরিষ্কার রাখা।
- বাসা এবং রাস্তা-ঘাটে থুথু ও নাক পরিষ্কার না করা।
- হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখা।
- নাকের বা কানের নোংরা সরাসরি হাতের আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কার না করে রুমাল বা তুলা দিয়ে পরিষ্কার করা।
- উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা নির্ধারিত স্থানে রাখা।
- দেয়াল, টেবিল এবং চেয়ারে না লেখা।
- পাঠশালা থেকে বাড়ি ফিরে যত্র-তত্র নিজের পোষাক, ব্যাগ এবং জুতা না রাখা; বরং যথাস্থানে রাখা।

আল্লাহ তাকে বাসেন ভাল, যে থাকে পরিচ্ছন্ন।
লোকেও তারে সুন্দর জানে, মন থাকে প্রসন্ন।

অনুশীলনী

১- **শব্দার্থ লেখ।**

প্রত্যহ, মল-মূত্র, কর্তন, শৌচালয়, হাই তোলা, উচ্ছিষ্ট, যত্র-তত্র।

২- **এক কথায় উত্তর দাও।**

ক- মুসলিম ব্যক্তিকে কেমন থাকা উচিৎ ?

খ- বিশেষ করে কোন্ দিন গোসল করা বেশি ভাল।

গ- মল-মূত্র ত্যাগ করার পর কি করতে হয় ?

ঘ- চুল কি ভাবে কাটতে হয় ?

ঙ- হাই তোলার সময় কি করতে হয় ?

৩- **নিম্মের সঠিক বাক্যগুলির সামনে (√) টিক চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের সামনে (×) ক্রোস চিহ্ন দাও।**

ক- হাত পায়ের নখ না কেটে লম্বা রাখা ভাল অভ্যাস। [ ]

খ- আবর্জনা রাস্তার মাঝে ছুঁড়ে ফেলা ভাল। [ ]

গ- চুল স্টাইল করে কাটা দরকার। [ ]

ঘ- নাক ও কানের নোংরা রুমাল, টিস্যু, তুলা এবং পানি দ্বারা পরিষ্কার করা ভাল। [ ]

ঙ- বিশেষ কারণ ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করা অবৈধ। [ ]

খাওয়া ও পান করার আদব

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য আল্লাহর নেয়ামত, যা তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন। এ কারণে আমাদের তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন। আহারের সময় এবং তার পূর্বে ও পরে কিছু ইসলামী আদব রয়েছে, আমাদের তা পালন করা উচিত।

- খাবার পূর্বে ও পরে হাত ও মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করা।

- *খাওয়া কিংবা পান করার পূর্বে ‘বিস্‌মিল্লাহ’ বলা।*
- *অপ্রয়োজনে দাঁড়িয়ে আহার না করা।*
- *ডান হাতে পান করা ও খাবার খাওয়া।*
- *নিজের নিকট হতে খাবার খাওয়া।*
- *খাবার ও পান করার পর ‘ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ’ বলা।*
- *খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা।*
- *খাবার পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা।*
- *ক্ষতিকর ও দুর্গন্ধ খাবার না খাওয়া।*
- *একে বারে পেট ভর্তি করে না খাওয়া; বরং একটু খালি রাখা।*
- *মুখে খাবার নিয়ে কারো সাথে কথা না বলা।*
- *খাদ্য দ্রব্যের মর্যাদা দেওয়া এবং তা পরিষ্কার স্থানে রাখা।*
- *ছোট ছোট লোকমায় খাদ্য খাওয়া।*

সভ্যতার নামে অসভ্যতার আজি চলছে জয়গান
ডান হাত ছেড়ে বাম হাতে অনেকে করছে পানি পান।
তা দেখে অনেকে মোরা হচ্ছি প্রভাবিত
শিক্ষার নামে এসব আসলে অশিক্ষিত।

অনুশীলনী

১- **শব্দার্থ লেখ।**

পানীয় দ্রব্য, নেয়ামত, কৃতজ্ঞ, আদব, আহার, লোকমা, আল্ হাম্দু লিল্লাহ।

২- **এক কথায় উত্তর দাও।**

ক- খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য কার দেয়া নেয়ামত ?

খ- এসব নেয়ামতের কারণে আমাদের কি করা উচিত ?

গ- খাওয়ার আগে ও পরে কি করতে হয় ?

ঘ- খাবার শেষে কি বলতে হয় ?

ঙ- কোন্ হাত দ্বারা খাবার খেতে হয় ?

৩- **দু-এক কথায় উত্তর দাও।**

ক- খাদ্যের দোষ-ত্রুটি না বলা বলতে কি বুঝায় ?

খ- " আল্ হাম্দু লিল্লাহ" এর অর্থ কি ?

গ- খাবারের পাঁচটি আদবের বর্ণনা দাও।

দুআ’ ও যিক্‌র

দুআ’ ও যিক্‌র কি ?

ঐ সব বাক্য সমূহকে দুআ’ ও যিক্‌র বলে, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পাঠ করেছেন। যে বান্দা যত বেশি আল্লাহর কাছে দুআ’ করে আল্লাহ তাকে তত বেশি ভালবাসেন এবং তাকে অকল্যাণ থেকে নিরাপদে রাখেন।

১- টয়লেটে প্রবেশের দুআ’ঃ

আমরা বাম পা আগে বাড়িয়ে শৌচালয়ে প্রবেশ করবো এবং তার একটু পূর্বে বলবোঃ ‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ খুবসি ওয়াল্ খাবাইস্।’’
অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র নর ও নারী জ্বিনের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’
শৌচালয় থেকে ডান পা আগে বাড়িয়ে বের হব এবং বলবোঃ ‘‘গুফ্ রানাকা।’’ অর্থঃ ‘হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’

২- মসজিদে প্রবেশের দুআ’ ঃ

আমরা ডান পা আগে রেখে মসজিদে প্রবেশ করবো এবং বলবোঃ ‘‘বিস্ মিল্লাহি আল্লাহুম্মাফ্তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিক্।’’
অর্থঃ ‘ আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দাও’।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ’ঃ

আমরা বাম পা আগে বাড়িয়ে বের হবো এবং বলবোঃ ‘‘বিস্মিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ফায্লিক্।’’
অর্থ ঃ ‘আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি।’

৩- নিদ্রা যাওয়ার দুআ ঃ

আমরা ডান কাতে শয়ন করব এবং পড়বোঃ “বিইস্‌মিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।”
অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তোমার নামে শয়ন করছি এবং তোমার নামেই উঠবো।’
ঘুম হতে উঠে বলবোঃ “আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা’দামা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন্‌ নশূর্‌।”
অর্থঃ ‘ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি আমাদের মরণ দেয়ার পর জীবিত করেন এবং আমাদের তারই দিকে পুনরুত্থিত করা হবে’।

৪- হাঁচি দেয়ার সময় দুআ’ঃ

যার হাঁচি আসবে সে বলবে ঃ “আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ।”
অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর।
আর যে এই দুআ’ শুনতে পাবে সে বলবে ঃ “ইয়ার্‌হামুকাল্লাহ্‌।”
অর্থঃ ‘আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুক।’
অতঃপর পুনরায় হাঁচিদাতা বলবে ঃ “ইয়াহ্‌দিকুমুল্লাহু ওয়া ইউস্‌লিহু বালাকুম।”
অর্থঃ ‘আল্লাহ আপনাদের সঠিক পথ দেখাক এবং আপনাদের অবস্থা ভাল করুক।’

অনুশীলনী

১- শব্দার্থ লেখ।

বাক্য, নিরাপদ, অনিষ্ট, নর-নারী, পুনরুত্থিত।

২- এক কথায় উত্তর দাও।

ক- দুআ’ ও যিক্‌র কি ?

খ- দুআ’ ও যিক্‌র করলে কি হয় ?

গ- ‘গুফ্‌রানাকা’ শব্দটির অর্থ কি এবং তা কখন বলতে হয় ?

৩- নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

ক- মসজিদে প্রবেশের সময় কি বলবে ?

খ- শৌচালয়ে যাওয়ার দুআ’ কি ?

গ- ঘুম থেকে উঠে কোন্‌ দুআ’ পড়বে ?

ঘ- মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কি বলবে ?

ঙ- নিদ্রা যাওয়ার দুআ কি ?

****

পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত আরবী শব্দ সমূহের অর্থাবলীঃ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
রব্ব	প্রতিপালক/মালিক	রাসূল	আল্লাহর দূত/বার্তাবাহক
আর্‌শ	সিংহাসন	মুত্তাকী	আল্লাহভীরু/পরহেজগার
সালাম	শান্তি/ অভিবাদন	তাক্বদীর	ভাগ্য
আদব	শিষ্টাচার/ ভদ্রতা	লাউহে মাহ্‌ফুয	সংরক্ষিত ফলক
অহী	প্রত্যাদেশ/আল্লাহর বার্তা	নেয়ামত	আশীষ/অনুগ্রহ
মালাকুল্‌ মাউত	মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা	আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ	সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহর
বরকত	কল্যাণ	লোক্‌মা	অল্প পরিমাণ খাবার/গ্রাস
কিতাব	বই	দুআ’	প্রার্থনা/ডাক
ছহীফা	পুস্তিকা	যিক্‌র	দুআ’/স্মরণ
নবী	সংবাদবাহক/খবরদাতা	রহম	দয়া/অনুকম্পা

সূচীপত্র